তরুণ লেখক দর্পণ কবীর ও তার কথা শিল্প

রেজা ফারুক ঃ এক অনতিকম্য স্বপ্নের নাম সাহিত্য। আর এই সাহিত্যের মায়াবী প্রান্তরে এক বিন্দু শিশিরের মতো জ্বলজ্বল করা কবিতার চিকচিকে নয়ানজুলির চিকন জলস্রোতে বাদামের খোসার মত স্বপ্নের গুঞ্জরণ জাগা ছেঁড়া একরত্তি রৌদ্রের পালে এসে ঢুকে পড়েছিল গুচ্ছগুচ্ছ হাওয়ার দমকা। যে দমকের টাল সামলে উঠতে না পেরে সত্যি সত্যিই একদিন দর্পণ কবীর কাত হয়ে পড়ে গিয়েছিল সেই সাহিত্যের প্রবল জলের বলকে। ডুবে যেতে যেতে জোৎস্নার চুড়ায় ফোটা লাল রেশমি কিরণের ইশারায় ভেসে ওঠে, জেগে উঠেছিল এক তরুণের মর্মে যন্ত্রনার বিনম্র নীল কষ্ট। সেই কষ্টের ভিতরে যে ধুসর মাঠ, আর মাঠের গহনে যে সৃষ্টির স্পন্দন ঘুরঘুর করে বিচ্ছিন্ন হাওয়ায়। ওই হাওয়ার হাতলে বসেই কথাসাহিত্যে অভিযাত্রা দর্পণ কবীরের। শিশুতোষ দিয়ে শুরু। মাঝে কবিতা। এখন গদ্য। পুরুদমের একজন কথাকার। সহজ শব্দে কথাশিল্পী কিংবা উপন্যাসিক। কবিতা দিয়ে শংকিত রচনা করে তরুণ দর্পণ কবীর কথা সাহিত্যের প্লাটফর্মে চলে আসেন হঠাৎ করেই। সেটা ছিল তার আমেরিকা প্রবাসী জীবনের সূচণা কাল ২০০২। একেবারে সিরিয়াস বলতে যা বোঝায় দর্পণ কবীর সেই ধারার একজন দক্ষ কথাশিল্পী। দশক হিসাবে নব্বইয়ের লেখক দর্পণ কবীর শিশু সাহিত্যের বৃত্ত পেরিয়ে আচমকাই যেন গদ্যের মূল ভূমিতে এসে নির্জন এক প্যারাট্রুপারের মত ল্যান্ড করেন। সেটা ২০০5 সালের কথা। প্রবাসী জীবনের অসীম বাস্তবতার মধ্যেও অনর্গল লিখে যান দর্পণ। ফলশ্রুতিতে আত্মপ্রকাশ ঘটে তার প্রথম উপন্যাস ‘স্বপ্ন বিলাস’ এর। এরপর একে একে ‘নষ্ট জীবন, বসন্ত পথিক, বিষন্ন বেহাগ এবং স্বপ্ন ঘোর’-মলাটবন্দী উপন্যাস হিসেবে পাঠকের হাতে চলে আসে। সূচিত হয় এক নতুন অধ্যায়ের। ছড়া, কবিতার জানলাটা পর্দায় আড়াল করে

দিয়ে দর্পণ-কবীর ফ্রস্টেট গ্লাসের ওপাশ থেকে আবির্ভূত হন কথাশিল্পী হিসেবে। উপরোক্ত পাঁচটি উপন্যাস যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

উল্লেখিত উপন্যাসগুলোর গল্প, কথোপকথন, শব্দ, পংক্তি বিণ্যাসসহ সবকিছুতেই একটা নিজস্ব ছাপ রাখার প্রচেষ্টা বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। আর উপন্যাসগুলির পটভূমির দিকে চোখ ফেরালে এদেশের সমাজ, রাজনীতি, আবেগ-অনুভূতি, পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা, টানাপোড়েন, প্রেম, বিষন্নতার নিবিড় এক অনুরণন শুনতে পাওয়া যায়।

দর্পণ কবীরের পাঁচটি উপন্যাসের প্রতিটাই ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল এ জন্য যে, এই লেখক চেষ্টা করেছেন গদ্যের ভিতটাকে মেঘছায়ার মতো বিনম্র এবং বৃষ্টি শেষ রোদের মতো মায়াবী আচ্ছন্নতায় ভিজিয়ে দিতে। যেনো পাঠক ঘটনার জটিল আবর্তে নিমজ্জিত হতে হতে কাব্যময়তার গাঢ় ইমপ্রেশন হৃদয়ে অনুভব করতে পারেন। একজন তরুণ কথাসাহিত্যিকরূপে দর্পণ কবীর তার লেখার কাহিনী চয়নে বৈচিত্রস্বাদের অনুসন্ধিৎসু অবগাহন সৃষ্টিতে নিরন্তর সচেষ্ট, তা কিন্তু দর্পণের জন্য একটা বিরাট এচিভমেন্ট হিসেবে গণ্য। সমকালীন প্রেক্ষিতের বাঁক ফেরা পথের অদূরে দাঁড়িয়ে দর্পণ কবীর এক গভীর পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে চরিত্র নির্মাণে যেমন কুশলী, তেমনি পর্যবেক্ষণের নিবিড়তম আলোকপুঞ্জ চরিত্রের অবয়বে একটা আলাদা ইমেজে বসিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছেন। এটাই দর্পণ কবীরকে পাঠকের সঙ্গে ঘনিষ্টতা সৃষ্টির প্রধান উপকরণ হিসেবে কাজ করেছে।

তারুণ্যের উচ্ছ্বাস যেমন দর্পণের লেখার প্রতিভাত হয়, তেমনি মধ্যবিত্তের নানা অনুসঙ্গও তার রচনার পরিবৃত্তের রেলিঙে বসে চিরচেনা পাখিদের মতো ডেকে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে।

বাংলা গদ্য বা কথা সাহিত্যের মূল ধারায় দর্পণ কবীর সহসা বা বিলম্বে জায়গা করে নেবেন বলেই সাহিত্য বোদ্ধাদের প্রত্যাশা। আর এই প্রত্যাশা কি শুধুই কথন শিল্প!

তা কিন্তু নয়। দেশের প্রাকৃতিক সংস্পর্শ থেকে বহুদূরের এক মুখর, ব্যস্ততম বিভূঁইয়ে বসবাস করেও নিজেকে, নিজের ভাবনা, আবেগ, হৃদয়ানুভূতিকে কুয়াশার ওয়্যারে মুড়ে রাখতে পারেননি।

ভালোবাসার শাদা সিল্কি কাশফুলের মিহিন আর পেলব কুচিগুলো ইলশেগুঁড়ির বৃষ্টির রেণুর মতো থেকে থেকে চোখে মুখে পলকা ঝাপটা দিয়ে যায়। আর তারই রেশ ধরে স্ট্রিট লাইটের মত রাত ভোর অবধি অনবরত হৃদয়ের তাঁতকলে শব্দ পংক্তির আলো জ্বলতে থাকে-গদ্যের, কথা শিল্পের আলো।

দর্পণ কবীর লিখতেন শিশু সাহিত্য, পরে কবিতা, এখন গদ্য তথা কথা সাহিত্য। স্বপ্নের আলপথে সকাল বেলার কঁচি রোদের প্রলেপ দেয়া কুজ্ঝটিকা। তার ভিতর গোল আয়নায় ভালোবাসার প্রতিবিম্ব। তারও ভিতরের আরও ভিতরে এক আকাশনীল আকাশ। যার দিগন্তে রাশি রাশি তারা। দর্পণ কবীর ওই তারাদের কথাই যেনো বলেন- নিজের মতো করে, নান্দনিক রূপে। কথা সাহিত্যে দর্পণ কবীরের কথন শৈলীর নির্যাস পাঠকরা বরাবরই উপভোগ করবেন, শিল্পময়তার দোলাচালে দুলবেন, এই প্রত্যাশা করছি।

কবি রেজা ফারুক, ঢাকা

আগষ্ট ২০০৮